5113 - আল্লাহ কনে আমাদরে দোয়ায় সাড়া দনে না?

প্রশ্ন

আল্লাহ কনে আমাদরে দোয়ায় সাড়া দনে না?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইমাম ইবনুল কাইয্যমি রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে: “দোয়া ও ঝাড়ফুঁক অস্ত্ররে ন্যায়। অস্ত্ররে কার্যকারতিা নর্িভর করে ব্যবহারকারীর উপর, কবেল ধারালো হওয়ার উপর নয়। সুতরাং যখন অস্ত্র সম্পূর্ণ নখিুঁত হয়, বাহু শক্তশিালী হয় এবং কোনো বাধা না থাকে, তখন তা দ্বারা শত্রুর ওপর আঘাত হানা যায়। আর যখন এই তনিটরি কোনো একটি অনুপস্থতি থাকে, তখন প্রভাবও অনুপস্থতি হয়।”[আদ্-দা ওয়াদ্-দাওয়া: পৃ. ৩৫]

এ থকেে বোঝা যায় য,ে দোয়া ও দোয়াকারীর জন্য কছিু অবস্থা, আদব ও বধিান থাকা আবশ্যক। আবার এমন কছিু প্রতবিন্ধকতা এবং পর্দাও আছে যা দোয়া পৌঁছানো ও কবুল হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সগেুলো দোয়াকারী ও দোয়া থকেে দূর হওয়া জরুরি। যখন এসব পূর্ণ হয়, তখনই দোয়া কবুল বাস্তবায়তি হয়।

দোয়া কবুল হওয়ার সহায়ক কারণসমূহরে মধ্যে রয়ছেে:

১- দোয়াতে ইখলাস (খাঁটি নয়িত)। এটি আদবরে মধ্যে সর্বাধকি গুরুত্বপূর্ণ ও মহান। আল্লাহ তাআলা ইখলাসরে নর্িদশে দয়িে বলছেনে: وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ “তোমরা দ্বীনদারকিে তাঁর জন্য একনষ্ঠি করে তাঁকে ডাকব।ে”[সূরা আ’রাফ: ২৯] দোয়াতে ইখলাস অর্থ হলো: এই দৃঢ় বশি্বাস রাখা য,ে যাঁকে ডাকা হচ্ছে তথা আল্লাহ তাআলা, তনিইি একমাত্র প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম এবং এ ক্ষত্রেে মানুষরে সামনে দখোনোর মনোভাব থকেে দূরে থাকা।

২ - তওবা করা ও আল্লাহর দকিে ফরিে আসা। কনেনা গুনাহ দোয়া কবুলরে ক্ষত্রেে বড় বাধা সৃষ্টি করে। তাই দোয়াকারীর উচতি দোয়ার আগে তওবা ও ইস্তগিফার করায় বলিম্ব না করা। আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহসি সালামরে কথা উদ্ধৃত করে বলছেনে:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

“আমি বললাম: তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের জন্য নদ-নদী প্রবাহিত করবেন।”[সূরা নূহ: ১০-১২]

৩- মিনতি, ঐকান্তিকতা, নম্রতা, আশা ও ভয়। এটাই দোয়ার আত্মা, নির্যাস ও মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“তোমরা মিনতিভরে ও সঙ্গোপনে তোমাদের রবকে ডাকো। তিনি তো সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।”[সূরা আ’রাফ: ৫৫]

৪ - বারবার দোয়া করা এবং বিরক্ত বা ক্লান্ত না হওয়া। দোয়া দুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলে আবেদন জোরালো হয়। তিনবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণের কারণে উত্তম। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার দোয়া করা এবং তিনবার ইস্তিগফার করা পছন্দ করতেন।[আবু দাউদ ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন]

৫ - সুখ ও স্বচ্ছলতার সময় দোয়া করা এবং সে সময় বেশি বেশি দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সচ্ছলতার সময় আল্লাহকে চিনে নাও, তিনি কষ্টের সময় তোমাকে চিনবেন।”[হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন]

৬ - দোয়ার শুরুতে বা শেষে আল্লাহর সুন্দর নাম ও মহান গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর কাছে চাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

“আর আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে, তোমরা তাকে সেসব নামে ডাকবে।”

৭ - ব্যাপক অর্থবোধক, সর্বোত্তম ও সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ দোয়া নির্বাচন করা। সর্বোত্তম দোয়া হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া। তবে মানুষের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য দোয়া করাও বৈধ।

আরও কিছু আদব আছে, যদিও তা আবশ্যক নয়: কিবলার দিকে মুখ করা, পবিত্র অবস্থায় দোয়া করা, আল্লাহর প্রশংসা ও হামদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করে দোয়া শুরু করা। দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করা সুন্নত।

দোয়া কবুল হওয়ার সহায়ক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তম সময় ও স্থান অনুসন্ধান করা।

উত্তম সময়সমূহরে মধ্যে রয়ছে: সহেরীর সময় (ফজররে আগ), রাতরে শষে তৃতীয়াংশ, জুমার দনিরে শষে সময়, বৃষ্টি নামার সময় এবং আযান ও ইকামতরে মধ্যবর্তী সময়।

উত্তম স্থানসমূহরে মধ্যে রয়ছে: সাধারণভাবে সব মসজদি, বশিষে করে মাসজদিুল হারাম।

আর যে অবস্থাগুলোতে দোয়া কবুল হয়, সগেুলোর মধ্যে রয়ছে: ময়লুমরে দোয়া, মুসাফরিরে দোয়া, রোযাদাররে দোয়া, অসহায় ব্যক্তরি দোয়া এবং কোনো মুসলমিরে তার ভাইয়রে জন্য গোপনে করা দোয়া।

দোয়া কবুল না হওয়ার প্রতবিন্ধকতাগুলোর মধ্যে রয়ছে:

১- দোয়াটি নজিইে দুর্বল হওয়া। তথা এতে সীমালঙ্ঘন বা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অসৌজন্য আচরণ থাকার কারণ। সীমালঙ্ঘন বলতে বোঝায়: আল্লাহ তাআলার কাছে এমন কছিু চাওয়া যা চাওয়া বধৈ নয়; যমেন কউে দোয়া করল যে তাকে দুনয়িাতে চরিস্থায়ী করে দওেয়া হোক অথবা গুনাহ বা হারাম বষিয়ে দোয়া করা কংিবা নজিরে জন্য মৃত্যু কামনা করা ইত্যাদি। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: ‘বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হতে থাকে যতক্ষণ না সে কোনো গুনাহরে জন্য বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছন্নি করার জন্য দোয়া করে।’[মুসলমি বর্ণনা করছেনে]

২- দোয়াকারী নজিইে দুর্বল হওয়া। তথা আল্লাহ তাআলার প্রতি তার অন্তররে আগ্রহ ও মনোনবিশে দুর্বল হওয়ার কারণ। আল্লাহর সঙ্গে অসৌজন্যরে উদাহরণ হলো: দোয়ার সময় উচ্চস্বরে চৎিকার করা কংিবা এভাবে দোয়া করা যনে সে আল্লাহর মুখাপক্ষেী নয় বরং উদাসীন, শব্দচয়নে অতরিক্তি কৃত্রমিতা করা এবং অর্থরে দকিে মনোযোগ না দয়িে শব্দ নয়িইে ব্যস্ত থাকা অথবা প্রকৃত অনুভূতি ছাড়াই কৃত্রমিভাবে কান্না ও চৎিকার করা এবং এতে বাড়াবাড়ি করা।

৩- দোয়া কবুল না হওয়ার আরকেটি কারণ হলো: আল্লাহর হারামকৃত বষিয়গুলোতে লপ্তি হওয়া; যমেন হারাম উপার্জন খাওয়া, পান করা, পরধিান করা, বাস করা ও আরোহন করা এবং হারাম পশোর আয়। অনুরূপভাবে অন্তররে উপর গুনাহর কুপ্রভাব পড়া, দ্বীনরে মধ্যে বদিআত সৃষ্টি করা এবং অন্তররে ওপর গাফলিতি আধপিত্যশীল হওয়া।

৪- হারাম উপার্জন ভক্ষণ করা। এটি দোয়া কবুল না হওয়ার অন্যতম বড় প্রতবিন্ধক। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: ‘হে মানুষ! আল্লাহ ভালো। তনিি কবেল ভালো জনিসিই গ্রহণ করনে। আর আল্লাহ মুত্তাকীদরেকে সইে বষিয়রেই আদশে দয়িছেনে, যে বষিয়ে রাসূলদরেকে আদশে দয়িছেনে। তনিি বলনে: ‘হে রাসূলগণ! তোমরা ভালো বস্তু থকেে আহার করো এবং সৎকর্ম করো। নশ্চিয়ই আমি তোমাদরে কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।’ আর তনিি বলনে: ‘হে মুমনিগণ! আমি তোমাদরেকে যে পবত্রি রযিকি দয়িছেি তা থকেে খাও।’

এরপর তনিি এমন এক ব্যক্তরি কথা উল্লখে করলনে, যে দীর্ঘ সফর করে, ধুলো-মলনি ও এলোমলেো অবস্থায় আকাশরে

দকিে হাত তুলে বলে: হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম এবং সে হারাম দ্বারা পরপিুষ্ট; তাহলে তার দোয়া কীভাবে কবুল হবে?!"[হাদীসটি মুসলমি বর্ণনা করছেনে]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ব্যক্তরি কথা উল্লখে করছেনে, তার মধ্যে দোয়া কবুল হওয়ার কছিু কারণ ছলি; যমেন সে মুসাফরি ছলি এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি মুখাপক্ষেী ছলি। কন্িতু হারাম উপার্জন ভক্ষণ করার কারণে তার দোয়া কবুল হওয়া থকেে বাধাগ্রস্ত হয়ছে। আমরা আল্লাহর কাছে নরিাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

৫- দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা এবং দোয়া ছড়েে দওেয়া। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তোমাদরে প্রত্যকেরে দোয়া কবুল হয় যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে বলে: আমি দোয়া করছে কিন্িতু আমার দোয়া কবুল হয়নি।"[হাদীসটি বুখারী ও মুসলমি বর্ণনা করছেনে]

৬- দোয়াকে শর্তরে সঙ্গে ঝুলয়িে রাখা। যমেন এভাবে বলা: 'হে আল্লাহ, আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন।' বরং দোয়াকারীর উচতি দৃঢ়তার সঙ্গে দোয়া করা, আন্তরকিভাবে চষ্েটা করা এবং বারবার মনিতি করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তোমাদরে কউে যনে এভাবে না বলে: হে আল্লাহ, তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো। তুমি চাইলে আমাকে দয়া করো। বরং সে যনে দৃঢ়ভাবে প্রার্থনা করে। কনেনা আল্লাহকে বাধ্য করার কউে নইে।"[হাদীসটি বুখারী ও মুসলমি বর্ণনা করছেনে]

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য এই সব আদব পুরোপুরি পালন করা এবং সব প্রতবিন্ধকতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা আবশ্যক এমন নয়; কারণ এটি অর্জন করা খুব কঠনি। তবে মানুষরে উচতি সাধ্য অনুযায়ী এগুলো বাস্তবায়নে চষ্েটা করা।

যে গুরুত্বপূর্ণ বষিয়টি বান্দার জানা উচতি তা হলো, দোয়া কবুল বভিন্নিভাবে হয়ে থাকে: কখনো আল্লাহ তাআলা সরাসরি তার দোয়া কবুল করনে এবং তার কাম্য বষিয়টি তাকে দান করনে, কখনো তার দোয়ার মাধ্যমে কোনো অকল্যাণ দূর করে দনে, কখনো তার জন্য তার দোয়ার চয়েওে উত্তম কছিু সহজ করে দনে, আর কখনো তা কয়িামতরে দনিরে জন্য তাঁর কাছে সঞ্চতি করে রাখনে, যদেনি বান্দার তা সবচয়ে বশেি প্রয়োজন হবে।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।